দুঃসময়ের জন্যে রক্ত সঞ্চয় করুন

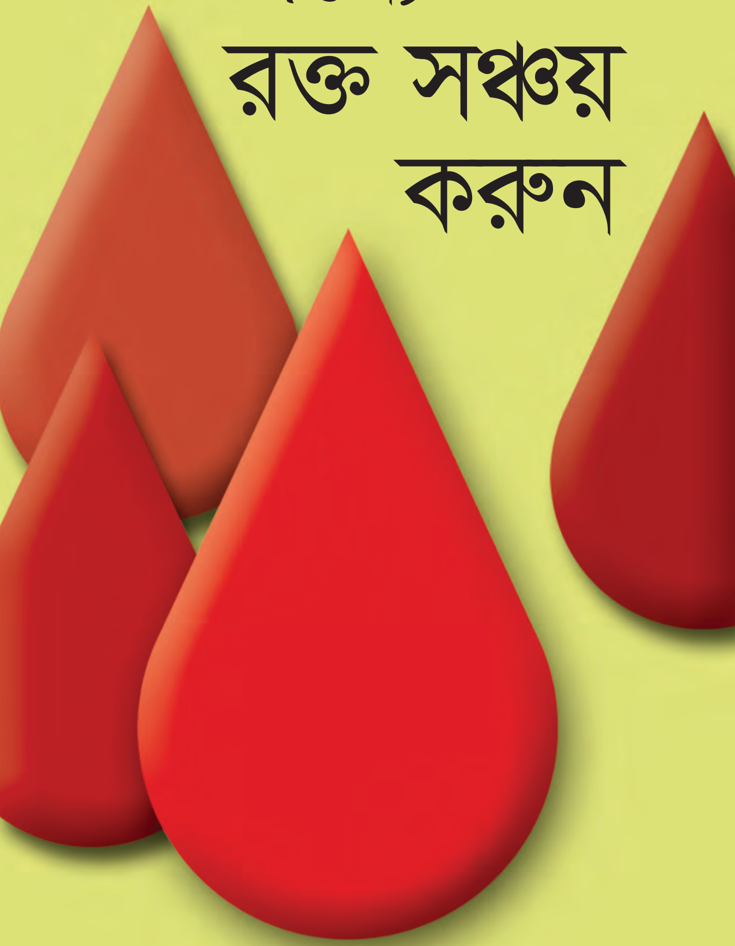

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

আমাদের দেশে একসময় প্রয়োজনীয় রক্তের বড় অংশ আসত মাদকাসক্ত পেশাদার রক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে। বাধ্য হয়ে দূষিত রক্ত নিয়ে অনেক রোগী আক্রান্ত হতো দুরারোগ্য রোগে। রক্তদান সম্পর্কেও মানুষের মধ্যে ছিল নানা কুসংস্কার। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সূচনা হয়; যা পূর্ণ মাত্রায় গতিশীল হয় ১৪ এপ্রিল ২০০০-এ নিজস্ব আধুনিক ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

কোয়ান্টামের আড়াই দশকব্যাপী নিরলস কাজের ফলে দেশের সর্বত্র স্বেচ্ছা রক্তদান নিয়ে তৈরি হয়েছে সচেতনতা। তরুণ প্রজন্মের ভালো চর্চাগুলোর তালিকায় যুক্ত হয়েছে নিয়মিত রক্তদান। নিরাপদ রক্তের ব্যাপারে কোয়ান্টাম ল্যাব এখন চিকিৎসক এবং রোগীদের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক।

১৪ লক্ষ ৩৮৪ ইউনিট
রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ

৮ লক্ষ ৮২ হাজার ৮০৪ ব্যাগ
রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে
(মে ২০২২ পর্যন্ত)

বাংলাদেশে স্বেচ্ছা রক্তদানের ইতিহাস

রক্ত পরিসঞ্চালনবিদ প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সালের ১০ জুন জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম নিজে রক্তদান করে দেশে আনুষ্ঠানিক স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সূচনা করেন। এ কার্যক্রম পরবর্তীকালে সন্ধানী (১৯৭৮), রেড ক্রিসেন্ট (১৯৮১), অরকা (১৯৮২), বাঁধন (১৯৯৭) বা লায়ন্স বাংলাদেশের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো এগিয়ে নেয়।

একনজরে সরবরাহের কিছু তথ্য

সামর্থ্যহীন দুস্থ রোগীদের বিনামূল্যে	৪৭,৮১০ ইউনিট
থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীদের	২,৫৬,১৯০ ইউনিট
ন্যূনতম প্রসেসিং খরচে অসচ্ছল রোগীদের	১,২৯,৯৪৭ ইউনিট
অগ্নিদগ্ধ ও অন্যান্য রোগীদের এফএফপি	২,৮৩,৭৯২ ইউনিট
দুস্থ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিনামূল্যে	৭৭,২৮৫ ইউনিট

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে আহত শ্রমিকদের চিকিৎসায় বিনামূল্যে রক্ত সরবরাহের জন্যে বিজিএমইএ-র পক্ষ থেকে সাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি এবং তৎকালীন বিজিএমইএ সভাপতি আতিকুল ইসলামের কাছ থেকে সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় সুরাইয়া রহমান এবং মোমেন্টিয়ার ও শিল্পোদ্যোক্তা মাসুদা আক্তার আবেদীন।

দুর্যোগকালে মানুষের পাশে

২০১৯-এর জুন-সেপ্টেম্বরে ঢাকায় ভয়াবহ ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় **১২,৯৬৭** ইউনিট প্লাটিলেট সরবরাহ করা হয়।

২০২০-এ **করোনাকালে** সরবরাহ করা হয়েছে **৮৫,৩৫৭ ইউনিট** জরুরি রক্ত ও রক্ত উপাদান।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনার পুরো সময় কোয়ান্টাম ল্যাব সেবা দিয়েছে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা।

২০১৪ সালে অগ্নিদগ্ধ রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। এ রোগীদের চিকিৎসায় প্রয়োজন রক্তের বিশেষ উপাদান ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি)। সে-বছর প্রয়োজনীয় এফএফপি-র একটি বড় অংশ— **২০,৮৮৪** ইউনিট সরবরাহ করে কোয়ান্টাম ল্যাব।

নিয়মিত রক্তদানে দাতার প্রাপ্তি অনেক বেশি

দৃশ্যমানভাবে রক্তগ্রহীতা উপকৃত হলেও সার্বিক বিবেচনায় রক্তদাতার উপকার অনেক বেশি।

নিয়মিত রক্তদানের ফলে—

রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকার সম্ভাবনা বাড়ে।

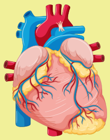

হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। সুস্থ থাকে হৃদযন্ত্র।

রক্তদাতার বোন ম্যারো বা অস্থিমজ্জা নতুন রক্ত কণিকা তৈরিতে উদ্দীপ্ত হয়। ফলে দুসপ্তাহের মধ্যেই শরীরে রক্ত কণিকার ঘাটতি পূরণ হয়।

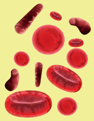

দাতার লোহিত রক্ত কণিকাগুলো হয়ে ওঠে অধিকতর প্রাণবন্ত।

২০০৭ ও ২০১৫ সালে ১০ লক্ষ রক্তদাতার স্বাস্থ্যের ওপর পরিচালিত দুটি জরিপ থেকে গবেষকরা উপসংহার টানেন—রক্তদাতারা গড়পড়তা মানুষের চেয়ে বেশি সুস্থ থাকেন।

সূত্র : মেডিকেল নিউজ টুডে, ৩ জুন ২০২০

কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে রক্তদাতাকে প্রদেয় সেবা

প্রতিবার রক্তদানের পর রক্তদাতা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাচ্ছেন ৫টি রক্তবাহিত রোগের স্ক্রিনিং রিপোর্ট—হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, সিফিলিস, এইডস এবং ম্যালেরিয়া। মানসম্মত যে-কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যার খরচ কমপক্ষে ৩ হাজার টাকা।

রক্তদানের পরই রক্তদাতা পাবেন ডোনার কার্ড।

জমাকৃত প্রতি ব্যাগ রক্ত নিজ প্রয়োজনে সংগ্রহ করতে পারবেন বিনা প্রসেসিং খরচে। অতিরিক্ত প্রতি ইউনিটে প্রসেসিং খরচ মাত্র ৫০%।

রক্তদাতা তার মা-বাবা, স্বামী/স্ত্রী বা সন্তানের জন্যে প্রসেসিং খরচে (সঞ্চিত রক্তের সমপরিমাণ) ছাড় পাবেন ২০%।

৪ লক্ষাধিক রক্তদাতা

দুই দশকে রক্ত দিয়েছেন
৪,৪৩,৭৮৫ জন

ন্যূনতম ৩ বার রক্ত দিয়ে আজীবন রক্তদানের অঙ্গীকার করেছেন
৫০,১৮৮ জন

কমপক্ষে ১০ বার রক্ত দিয়েছেন	কমপক্ষে ২৫ বার রক্ত দিয়েছেন	কমপক্ষে ৫০ বার রক্ত দিয়েছেন
১০,৮৬০ জন	২,১৪০ জন	৬৩ জন

প্রথম সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) অধ্যাপক ডা. এ. বি. এম ইউনুস, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, শহীদ আল বোখারী মহাজাতক, অধ্যাপক ডা. মুজিবুর রহমান, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক নাহার আল বোখারী, শিল্পপতি কাজী মাহ্‌তাব উদ্দিন আহমদের সঙ্গে স্বেচ্ছা রক্তদাতাবৃন্দ। ৬ জুলাই ২০০৩

কোয়ান্টাম ল্যাব সেবায় অনন্য মানে আপসহীন

রক্ত সংরক্ষণের জন্যে ল্যাবে রয়েছে আন্তর্জাতিক মানের ব্লাড ব্যাংক রেফ্রিজারেটর

রক্তের বিভিন্ন উপাদান আলাদা করা হচ্ছে অত্যাধুনিক রেফ্রিজারেটেড সেল সেপারেটর সেন্ট্রিফিউজ মেশিনের সাহায্যে

নির্ভুল ক্রস-ম্যাচিংয়ের জন্যে করা হয় থ্রি-ফেজ কম্প্যাটিবিলিটি টেস্ট (কক্ষ তাপমাত্রায়, ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং ইনডাইরেক্ট কুম্বস টেস্ট)

ল্যাবে একসাথে রক্ত দিতে পারেন ১৩ জন

–৯০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার বিশেষ ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয় এফএফপি (ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা)

ফ্রেশ প্লাজমা

ক্রায়ো-প্রিসিপিটেট

প্রোটিন সলিউশন

রোগীর প্রয়োজন অনুসারে এ রক্ত ও রক্ত উপাদানগুলো সরবরাহ করে কোয়ান্টাম ল্যাব

প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা

হোল ব্লাড

ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা

রেড সেল

প্লাটিলেট কনসেনট্রেট

ল্যাবের ‘সংযোগায়ন টিম’ সম্মানিত রক্তদাতাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে।

সমমর্মী মানুষের দেশ বাংলাদেশ

ভ্রাম্যমাণ রক্তদান কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্ত দিচ্ছেন সর্বস্তরের মানুষ

৭,৮০৬টি ক্যাম্প
২,৫৪,৯২৮ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে এই তিনটি ভ্যানে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে মোবাইল ব্লাড ক্যাম্প।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টামের সহযোগিতায় বিএনসিসি আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্প। প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সাথে বিএনসিসি মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাহিদুল ইসলাম খান।
১২ জানুয়ারি ২০২১

অজেয় ১৯ কার্যক্রম

৯৩৩টি সভায় অংশ নিয়েছেন
৫৭,৯১০ জন আগ্রহী রক্তদাতা

তরুণ প্রজন্মকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করতে এপ্রিল ২০০৮ থেকে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম আয়োজন করছে অজেয় ১৯ কার্যক্রম। রক্তদানের মতো মানবিক একটি কাজের মাধ্যমে প্রতিটি তরুণ-তরুণীর ১৯ তম জন্মদিনকে স্মরণীয় করে রাখাই এর উদ্দেশ্য।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম দেশ ও মানুষের কল্যাণে অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপ।

জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম
চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশে ধূমপান বিরোধী আন্দোলনের পথিকৃৎ

মানুষকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে কোয়ান্টাম যে ডোনার পুল গড়ে তুলেছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব ও প্রশংসনীয়।

শিশুবন্ধু ও জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান
বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ

নিরাপদ রক্তের জন্যে চিকিৎসকদের আস্থা এখন কোয়ান্টাম ল্যাব।

জাতীয় অধ্যাপক
ব্রিগে. (অব.) ডা. আব্দুল মালিক
বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ

রক্তদাতারা মুমূর্ষু মানুষকে বাঁচাবার জন্যে আনন্দে রক্ত দিচ্ছেন। তাদের অভিনন্দন।

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
শিক্ষাবিদ ও বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এবং রক্তদাতাদের বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

অধ্যাপক ডা. সায়েবা আক্তার
একুশে পদকে ভূষিত চিকিৎসাবিজ্ঞানী

বিশুদ্ধ ও নিরাপদ রক্তের জন্যে আমরা রোগীদের কোয়ান্টামে পাঠাই।

ডা. সামন্ত লাল সেন
প্রধান সমন্বয়ক,
শেখ হাসিনা বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট

কোয়ান্টাম পরিবারের
সদস্যদের নিঃস্বার্থ দানে বান্দরবানের লামায় পরিচালিত
কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠছে আড়াই সহস্রাধিক বঞ্চিত শিশু-কিশোর।

কোয়ান্টাম সেবা কার্যক্রমের একাংশ

মানুষের কল্যাণে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের দান, শ্রম ও মমতায় দেশজুড়ে পরিচালিত হচ্ছে বহুমুখী সেবাপ্রকল্প। এর একাংশ এখানে তুলে ধরা হলো—

মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমের আওতায় সুচিকিৎসা ও পুষ্টিসেবা পেয়ে সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন ২৯,০৮০ জন সুবিধাবঞ্চিত মা

বঞ্চিত জনপদে প্রবীণসেবা

আশ্রয়মম-এ সেবা পাচ্ছেন ৫৭ জন অসহায় প্রবীণ

বান্দরবানের লামায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তালিকাভুক্ত ২৮ জন প্রবীণের বাসায় খাবার, যত্নায়ন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে কোয়ান্টাম।

এ পর্যন্ত গৃহনির্মাণ করে দেয়া হয়েছে ৩,০১৩টি দুস্থ পরিবারকে

করোনা যুদ্ধে

মৃতের ধর্মীয় রীতি অনুসারে মরদেহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্যে ঢাকার কাকরাইল ও বনশ্রীতে নির্মিত হয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'হাম্মাম'। নিচের ছবিতে নারী স্বেচ্ছাসেবীরা করোনায় মৃত একজন নারীকে দাফনের জন্যে প্রস্তুত করছেন।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে ৬,৬৩০ জন করোনা শহিদকে মমতার পরশে শেষ বিদায় জানিয়েছে কোয়ান্টাম

৫,৯০৪ দাফন	৬৫০ সৎকার
৩৩ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	৪৩ সমাধি

বান্দরবান লামায় প্রত্যন্ত জনপদ রূপসী পাড়ায় করোনায় মৃত একজন নারীকে দাফনের জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা।

সামাজিক অবস্থানের কারণে কারো কাছে হাত পাততে পারছেন না—সারাদেশে এমন দুই সহস্রাধিক পরিবারে 'করোনা গিফট' হিসেবে খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেয়া হয়েছে নীরবে, কোনোরকম প্রচার ছাড়াই।

করোনাকালের শুরুতে সারাদেশে পাঁচ শতাধিক চিকিৎসক এবং সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে পৌঁছে দেয়া হয় পিপিই। (ছবিতে) ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. খান আবুল কালাম আজাদের হাতে পিপিই তুলে দিচ্ছেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

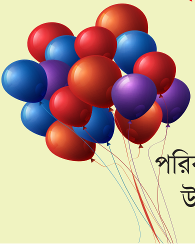

জন্মদিনে রক্ত দিন

১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত আপনার প্রতিটি জন্মদিনকে রক্তদানের মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখুন ৪টি প্রাণ বাঁচানোর মধ্য দিয়ে।

পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকেও উদ্বুদ্ধ করুন রক্তদানের মাধ্যমে জন্মদিন পালনে।

দিনরাত ২৪ ঘণ্টা ৩৬৫ দিন খোলা কোয়ান্টাম ল্যাব

রক্তগ্রহীতার করণীয়

- ☐ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল/ ক্লিনিকের প্যাডে অথবা নির্ধারিত ফর্মে চিকিৎসকের সিল ও স্বাক্ষরযুক্ত ‘ব্লাড রিকুইজিশন’ আনতে হবে। রিকুইজিশন ফর্মে রোগীর ব্লাড গ্রুপ ও কাঙ্ক্ষিত রক্ত উপাদান স্পষ্টভাবে লেখা থাকতে হবে।
- ☐ ক্রস-ম্যাচিংয়ের জন্যে সংশ্লিষ্ট রোগীর ৫ মি.লি. পরিমাণ রক্ত (ফ্রেশ স্যাম্পল) সাথে আনতে হবে।
- ☐ রক্ত বা রক্ত উপাদানের জন্যে নির্ধারিত প্রসেসিং খরচ প্রদান এবং ক্রস-ম্যাচিংয়ের জন্যে নির্ধারিত সময় (ন্যূনতম ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট) পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম সম্পর্কে আরো জানতে—

blood.quantummethod.org.bd

সৃষ্টির সেবামূলক বহুবিধ কার্যক্রমে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে দানের জন্যে

বিকাশ ও নগদ :
01315-393646

donate.quantummethod.org.bd

Voluntary Blood Donation Program
Quantum Foundation

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
(ইস্টার্ন প্লাস মার্কেটের পূর্ব পাশে)
ফোন : ২২২২২১৮৬৯, ৪৮৩২২৮০৯, ০১৭১৪-০১০৮৬৯
E-mail : blood@quantummethod.org.bd

June 2022